সেন্ট্রাল এক্সাইজ, হলদিয়া কমিশনার

বনাম

মেসার্স কৃষ্ণ ওয়াক্স (প্রাইভেট) লিমিটেড

(দেওয়ানীআপিল নং ৮৬০৯/২০১৯)

নভেম্বর ১৪, ২০১৯

[উদয় উমেশ ললিত এবং বিনীত সরণ, বিচারপতিদ্বয়]

সেন্ট্রাল এক্সাইজ আইন, ১৯৪৪ - ধারা ৩, ৪, ৬, ১১ক এবং ৩৫এল - সেন্ট্রাল এক্সাইজ কমিশনারেটের আধিকারিকদের দ্বারা রেসপন্ডেন্টের নিবন্ধিত অফিস এবং কারখানা প্রাঙ্গণে তল্লাশি চালানো হয় এই ভিত্তিতে যে রেসপন্ডেন্ট বাধ্যতামূলক পদ্ধতি অনুসরণ না করে এবং আবগারি শুল্ক পরিশোধ না করে ফুটস অয়েল, প্রেসড ওয়াক্স ইত্যাদি তৈরি করেছে - রেসপন্ডেন্টের দায়ের করা রিট পিটিশন, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আপত্তি জানায় যে বিভাগের এই বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার কোনো কর্তৃত্ব নেই কারণ কোনো উৎপাদন কার্যকলাপ চালানো হয়নি - প্রথমে প্রাথমিক আপত্তি নিষ্পত্তি করার নির্দেশ - সেন্ট্রাল এক্সাইজ, হলদিয়ার কমিশনারের কার্যালয় দ্বারা কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উল্লেখ করা হয় যে প্রাথমিক আপত্তি বিবেচনা করার পরে, সেন্ট্রাল এক্সাইজের সহকারী কমিশনার বিষয়টিতে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং রেসপন্ডেন্টকে কারণ দর্শাতে বলেন যে কেন নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ দাবি করা হবে না - রেসপন্ডেন্ট রিট পিটিশন দায়ের করে জানায় যে প্রাথমিক আপত্তি নিষ্পত্তি না করেই নোটিশ জারি করা হয়েছে - রেসপন্ডেন্টকে ১৫.০৩.২০০৬ তারিখের অভ্যন্তরীণ আদেশের অনুলিপি সরবরাহ করার নির্দেশ, যার মাধ্যমে প্রাথমিক আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল - সরবরাহ করা হয়েছে - রেসপন্ডেন্ট উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করে - আপিল মঞ্জুর করা হয় - আপিলকারী ট্রাইব্যুনালের কাছে আপিল দায়ের করে - খারিজ করা হয় - স্থির করে: রেসপন্ডেন্ট নিজেকে নিবন্ধিত করেনি এবং উৎপাদিত পণ্যের উপর কোনো আবগারি শুল্ক পরিশোধ করছিল না - চালানো তল্লাশির ফলে কিছু উপাদান উদ্ধার করা হয় যার ভিত্তিতে বিভাগ বিষয়টি বিবেচনা করছিল - সেই পর্যায়ে, রিট পিটিশনে আদেশ পাস করা হয় যে, গুণাগুণের উপর অন্য কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিভাগটির এই বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার এখতিয়ার আছে কিনা সেই প্রাথমিক আপত্তি নিষ্পত্তি করার জন্য আপিলকারীকে নির্দেশ দেওয়া হয় - আইনের বিধানগুলি এমন কোনো আপাতদৃষ্টিতে নির্ণয় করার কথা চিন্তা করে না এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সেই নির্ণয়ের অনুলিপি জমা দিতে এবং তারপরেই বিষয়টি নিয়ে অগ্রসর হতে বলে না

বিষয়টিতে অগ্রসর হওয়ার জন্য অভ্যন্তরীণ আদেশটি রেসপন্ডেন্টকে জানানো হয়েছিল, শুধুমাত্র এই কারণে এটি উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করার জন্য কারণের জন্ম দেবে না - অভ্যন্তরীণ আদেশের যোগাযোগ শুধুমাত্র হাইকোর্টের নির্দেশ পালনের জন্য ছিল - বিভাগ নিজের থেকে অভ্যন্তরীণ আদেশের যোগাযোগ করে না - এটি ধারা ১১ক(১০) এর শর্তানুসারে আসা কোনো সিদ্ধান্ত বা নির্ধারণ ছিল না - তাই রেসপন্ডেন্ট উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল করতে পারত না - আপিল কর্তৃপক্ষ এবং ট্রাইব্যুনাল এই মৌলিক পার্থক্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে - আপিল আদেশ এবং আপিলের অধীনে আদেশ বাতিল করা হল - কারণ দর্শানোর নোটিশ অনুসারে কার্যক্রম যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে - রেসপন্ডেন্ট এই রায়ের তারিখ থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশের উত্তরে তার বক্তব্য পেশ করার অধিকারী এবং তার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত উপাদান পেশ করার অধিকারী - এরপর বিষয়টি আইন অনুসারে অগ্রসর হবে - ভারতের সংবিধান - অনুচ্ছেদ ২২৬ - আবগারি শুল্ক।

সেন্ট্রাল এক্সাইজ আইন, ১৯৪৪ - ধারা ১১ক - পরিকল্পনা - আলোচিত।

ভারতের সংবিধান - অনুচ্ছেদ ২২৬ - এখতিয়ার, আবগারি আইন সম্পর্কিত বিষয়ে - স্থির করে: আবগারি আইন একটি সম্পূর্ণ কোড এবং কারণ দর্শানোর নোটিশ জারির ভিত্তিতে রিট পিটিশন সাধারণত গ্রহণ করা উচিত নয় - সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রথমে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্ত আপত্তি জানাতে হবে এবং প্রতিকার চাইতে হবে এবং প্রতিকার বিদ্যমান বিধানের বিদ্যমান বিধানের অধীনে নেওয়া যেতে পারে যদি সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো প্রতিকূল আদেশ পাস করা হয় - আবগারি শুল্ক।

আপিল মঞ্জুর করে, আদালত

স্থির করে: ১. বর্তমান মামলায়, রেসপন্ডেন্ট নিজেকে নিবন্ধিত করেনি এবং উৎপাদিত পণ্যের উপর কোনো আবগারি শুল্ক পরিশোধ করছিল না। বিভাগের দ্বারা নিবন্ধিত অফিস এবং কারখানা প্রাঙ্গণে চালানো তল্লাশির ফলে কিছু উপাদান উদ্ধার করা হয় যার ভিত্তিতে বিভাগ বিষয়টি বিবেচনা করছিল। সেই পর্যায়ে, ২৮.১১.২০০৫ তারিখে হাইকোর্ট কর্তৃক একটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়, যেখানে আপিলকারীকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, গুণাগুণের উপর অন্য কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিভাগটির এই বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার এখতিয়ার আছে কিনা তা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আইনের বিধানগুলি এমন কোনো আপাতদৃষ্টিতে নির্ণয় করার কথা চিন্তা করে না এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সেই নির্ণয়ের অনুলিপি জমা দিতে এবং তারপরেই বিষয়টি নিয়ে অগ্রসর হতে বলে না। তবুও, যেহেতু হাইকোর্ট কর্তৃক একটি নির্দেশ জারি করা হয়েছিল, তাই বিভাগ উক্ত নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৫.০৩.২০০৬ তারিখের অভ্যন্তরীণ আদেশে বিষয়টি বিবেচনা করে এবং একটি আপাতদৃষ্টিতে মতামত রেকর্ড করে যে আইনের অধীনে কর্তৃপক্ষের বিষয়টি নিয়ে অগ্রসর হওয়ার এখতিয়ার রয়েছে। যেহেতু আইনের বিধানগুলি কোনো আপাতদৃষ্টিতে নির্ণয়ের কথা চিন্তা করে না যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জানাতে হবে, তাই বিভাগ নিজের থেকে অভ্যন্তরীণ আদেশ না জানানোর জন্য ন্যায়সঙ্গত ছিল। পরবর্তী উপলক্ষে হাইকোর্ট কর্তৃক বিষয়টি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছিল এবং অভ্যন্তরীণ আদেশের একটি অনুলিপি সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও, এটি স্বীকার করা হয়েছিল যে রেসপন্ডেন্টের প্রতিকার ছিল কারণ দর্শানোর নোটিশের উত্তরে তার বক্তব্য জমা দেওয়া, যার উত্তরে রেসপন্ডেন্ট আপিলকারীর এখতিয়ারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে পারে রেসপন্ডেন্টের বিরুদ্ধে আইনের বিধানের অধীনে অগ্রসর হওয়ার জন্য। শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ আদেশটি রেসপন্ডেন্টকে জানানো হয়েছিল বলে রেসপন্ডেন্টকে উক্ত অভ্যন্তরীণ আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করার জন্য কারণের জন্ম দেবে না। উক্ত অভ্যন্তরীণ আদেশের যোগাযোগের কারণ ছিল শুধুমাত্র হাইকোর্ট কর্তৃক জারি করা নির্দেশের আনুগত্য করা। এটি ধারা ১১ক-এর উপধারা ১০-এর শর্তানুসারে আসা কোনো সিদ্ধান্ত বা নির্ধারণ ছিল না। তাই রেসপন্ডেন্টের ১৫.০৩.২০০৬ তারিখের উক্ত অভ্যন্তরীণ আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল করা উচিত ছিল না। আপিল কর্তৃপক্ষ এবং ট্রাইব্যুনাল উভয়ই এই মৌলিক পার্থক্য উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ধারা ১১ক-এর অধীনে একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করার সময়, বিভাগ যা গ্রহণ করে তা হল একটি আপাতদৃষ্টিতে মতামত, কারণ দর্শানোর নোটিশ জারির ভিত্তিতে। কারণ দর্শানোর নোটিশ যাকে জারি করা হয়েছে সেই ব্যক্তির দ্বারা প্রতিক্রিয়া বা উপস্থাপনা পেশ করার পরেই নির্ধারণ আসে। তার প্রতিক্রিয়ার অংশ হিসাবে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্ভাব্য সমস্ত বিষয়ে তার মতামত পেশ করতে পারে এবং তারপরেই নির্ধারণ বা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বর্তমান মামলায়, রেসপন্ডেন্ট কর্তৃক প্রতিক্রিয়া পেশ করার আগে নির্ধারণ নেওয়া যেতে পারত এবং আপিলকারী উক্ত অভ্যন্তরীণ আদেশের বিরুদ্ধে আপিলে বিষয়টি বহন করে। অতএব, আপিলকারীর যুক্তিসঙ্গত যুক্তি ছিল যে আপিল নিজেই অকালপক্ক ছিল। [অনুচ্ছেদ ৯-১১] [৫৯৪-জি-এইচ; ৫৯৫-এ-এইচ; ৫৯৬-এ]

১.২ আবগারি আইন নিজেই একটি সম্পূর্ণ কোড এবং এটি সাধারণত একটি রিট আদালতের জন্য উপযুক্ত হবে না সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬ এর অধীনে একটি পিটিশন গ্রহণ করার জন্য এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রথমে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্ত আপত্তি জানাতে হবে এবং প্রতিকার চাইতে হবে আইনের বিদ্যমান বিধানের শর্তানুসারে প্রতিকার নেওয়া যেতে পারে যদি সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো প্রতিকূল আদেশ পাস করা হয়। কারণ দর্শানোর নোটিশ জারির ভিত্তিতে রিট পিটিশন সাধারণত গ্রহণ করা উচিত নয়। বর্তমান মামলায় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি না করেই হাইকোর্ট প্রথমে পিটিশন গ্রহণ করে এবং বিভাগকে প্রাথমিকভাবে বিবেচনা করার নির্দেশ দেয় যে বিষয়টি নিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত কিনা। [অনুচ্ছেদ ১২] [৫৯৬-বি-সি-এফ]

১.৩ বর্তমান মামলায়, কোনো মূল্যায়ন এবং কোনো শুল্ক উপাদানের গণনা করা হয়নি। বিষয়টি কারণ দর্শানোর নোটিশের বাইরে যায়নি। বিষয়টির প্রশ্নগুলি বিষয়টিতে কোনো বিচারিক সিদ্ধান্ত ছিল কিনা এবং রেসপন্ডেন্টের অনুরোধে আপিলটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য কিনা, এই দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থতা সম্পর্কিত। বিষয়টির সাথে জড়িত বিষয়গুলি অর্থ মন্ত্রকের আয়কর বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমস (বিচার বিভাগীয় সেল) দ্বারা জারি করা বিজ্ঞপ্তিগুলির সীমানার মধ্যে কঠোরভাবে আসে। ১০.০১.২০০৭ তারিখের আপিল কর্তৃপক্ষ এবং আপিলের অধীনে আদেশ বাতিল করা হল এবং ২১.০৩.২০০৬ তারিখের কারণ দর্শানোর নোটিশ অনুসারে কার্যক্রম যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর নির্দেশ দেওয়া হল। রেসপন্ডেন্ট এই রায়ের তারিখ থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশের উত্তরে তার বক্তব্য পেশ করার অধিকারী এবং তার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত উপাদান পেশ করার অধিকারী। এরপর বিষয়টি আইন অনুসারে অগ্রসর হবে। [অনুচ্ছেদ ১৫, ১৬] [৫৯৮-ই-জি]

জি.কে.এন ড্রাইভশ্যাফ্টস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড বনাম আয়কর আধিকারিক এবং অন্যান্য (২০০৩) ১ এসসিসি ৭২ : [২০০২] ৪ সাপ্ল. এসসিআর ৩৫৯; রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম কালেক্টর অফ সেন্ট্রাল এক্সাইজ ১৯৮৭ (১১) ইসিআর ২৮৭ (ত্রি.-মুম্বাই) - বিশিষ্ট।

সেন্ট্রাল এক্সাইজ, হলদিয়া কমিশনার বনাম ৫৮৩

মেসার্স কৃষ্ণ ওয়াক্স (প্রাইভেট) লিমিটেড

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড অ্যানাদার বনাম গুজরাট কার্বন লিমিটেড (২০১২) ১১ এসসিসি ৬৫১; মাল্লাদি ড্রাগস অ্যান্ড ফার্মা লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ২০০৪ (১৬৬) ইএলটি ১৫৩ (এস.সি.) - নির্ভর করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[২০০২] ৪ সম্পূরক. এসসিআর ৩৫৯	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ৩
(২০১২) ১১ এসসিসি ৬৫১	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২
২০০৪ (১৬৬) ইএলটি ১৫৩ (এস.সি.)	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৩

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ার: দেওয়ানী আপিল নং ৮৬০৯/২০১৯।

কাস্টমস, এক্সাইজ এবং সার্ভিস ট্যাক্স আপিল ট্রাইব্যুনাল, প্রিন্সিপাল বেঞ্চ, কলকাতা কর্তৃক ৩১.০৫.২০১৭ তারিখে প্রদত্ত রায় এবং আদেশ থেকে, আপিল নং এফও/এ/৭৫৯৬১/২০১৭-এ আদেশ নং ই/২১১/০৭।

সুশ্রী নিশা বাগচি, সুশ্রী বি. সুনিতা রাও, সুশ্রী পূজা শর্মা, বি. কৃষ্ণ প্রসাদ, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবী।

সুশ্রী ক্রিস্টি জৈন, পুনীত জৈন, হর্ষিত খান্ডুজা, হর্ষ জৈন (সুশ্রী প্রতিভা জৈনের পক্ষে), উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবী।

আদালতের রায় দেন উদয় উমেশ ললিত, বিচারপতি।

১. সেন্ট্রাল এক্সাইজ অ্যাক্ট, ১৯৪৪ ("অ্যাক্ট", সংক্ষেপে) এর অধীনে ধারা ৩৫এল এর অধীনে এই আপিলটি ৩১.০৫.২০১৭ তারিখে কাস্টমস, এক্সাইজ এবং সার্ভিস ট্যাক্স আপিল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা ("ট্রাইব্যুনাল", সংক্ষেপে) কর্তৃক পাস করা আদেশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যা আপিলকারী কর্তৃক দায়ের করা আপিল নং ই/২১১/০৭ খারিজ করেছে।

২. এই আপিল দায়ের করার দিকে পরিচালিত ঘটনাগুলি, সংক্ষেপে, নিম্নরূপ:

(ক) ২৩.০৯.২০০৫ তারিখে সেন্ট্রাল এক্সাইজ কমিশনারেটের আধিকারিকদের দ্বারা রেসপন্ডেন্টের নিবন্ধিত অফিস এবং কারখানা প্রাঙ্গণে একটি তল্লাশি চালানো হয়, এই ভিত্তিতে যে রেসপন্ডেন্ট বাধ্যতামূলক পদ্ধতি অনুসরণ না করে এবং আবগারি শুল্ক পরিশোধ না করে ফুটস অয়েল, প্রেসড ওয়াক্স, প্রেসড অনুচ্ছেদফিন ওয়াক্স ইত্যাদি তৈরি করেছে।

এরপরই, ২০০৫ সালের ২০৭৩ নং রিট পিটিশন বিবাদী হাইকোর্টে[১] দাখিল করে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে বলা হয় যে, কেন্দ্রীয় আবগারি বিভাগের সহকারী কমিশনারের এই বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার কোনও ক্ষমতা নেই কারণ বিবাদী কোনও উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করেননি। হাইকোর্ট ২৮.১১.২০০৫ তারিখের আদেশে নিম্নরূপ নির্দেশ দেয়:-

পক্ষগণের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া এবং মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া, আমি এই আবেদনটি নিষ্পত্তি করিতেছি এই নির্দেশ দিয়া যে, ১ নং প্রতিপক্ষকে আবেদনকারীদের পক্ষ হইতে এক্তিয়ার সংক্রান্ত উত্থাপিত প্রাথমিক আপত্তি কেন্দ্রীয় আবগারি আইন-এর অধীনে মামলার অন্য কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তের পূর্বে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

যেহেতু প্রতিপক্ষদের পক্ষ হইতে কোনো হলফনামা বিরোধিতায় ব্যবহার করা হয় নাই, সেইহেতু এই রিট আবেদনে উক্ত প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে।

(খ) ২০০৬ সালের ২১ মার্চ তারিখে কেন্দ্রীয় আবগারি, হলদিয়ার কমিশনারের কার্যালয় হইতে একটি কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হইয়াছিল, যাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলা হইয়াছিল যে, হাইকোর্টের উপরোক্ত নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে, কেন্দ্রীয় আবগারির সহকারী কমিশনার প্রাথমিক আপত্তি বিবেচনা করিয়া মামলাটিতে অগ্রসর হইবার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। ইহাতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছিল যে, নথিভুক্ত তথ্য হইতে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ না করিয়া এবং কোনো আবগারি শুল্ক পরিশোধ না করিয়া উৎপাদন কার্যক্রম চালাইতেছিলেন। ইহা পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছিল:-

"যদিও মেসার্স কৃষ্ণা ওয়াক্স (প্রাইভেট) লিমিটেড, যার নিবন্ধিত অফিস ক্লাসিক টাওয়ার, ১০এ এবং ১১ক ফ্লোর, ৫৬ গড়িয়াহাট রোড, কলকাতায় অবস্থিত, তারা কলকাতা হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন (নং ২০৭৩ অফ ২০০৫) দাখিল করেছিলেন এবং একটি আদেশ পেয়েছিলেন, যার মাধ্যমে বিবাদী, অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় আবগারি আইনের অধীনে মামলাটি এগিয়ে নেওয়ার জন্য

১ কলকাতা হাইকোর্ট

সেন্ট্রাল এক্সাইজ, হলদিয়া কমিশনার বনাম ৫৮৫

মেসার্স কৃষ্ণ ওয়াক্স (প্রাইভেট) লিমিটেড [উদয় উমেশ ললিত বিচারপতি]

প্রাথমিক আপত্তির বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল এবং বিবাদীর কাছে মনে হয় যে বিষয়টি কেন্দ্রীয় আবগারি আইনের অধীনে এগিয়ে নেওয়া যেতে পারে এবং যদিও নীচে উল্লিখিত তথ্য থেকে মনে হয় যে মেসার্স কৃষ্ণা ওয়াজ প্রাইভেট লিমিটেডের উৎপাদন ইউনিট...।"

উপরোক্ত প্রারম্ভিক বিবৃতির পর, ঘটনাগুলি বিবেচনা করা হয় এবং অবশেষে প্রতিপক্ষকে কারণ দর্শানোর জন্য ডাকা হয়:-

"১) কেন ১,৫৬,৩১,৭১২.০০ টাকা (এক কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ একত্রিশ হাজার সাতশত বারো টাকা) কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক এবং ২,১১,০০৭.০০ টাকা (দুই লক্ষ এগারো হাজার সাত টাকা) শিক্ষা সেস, যা পরিশিষ্ট-ক-তে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ধারা ১১ক-এর বর্ধিত বিধানের অধীনে দাবি করা এবং আদায় করা উচিত নয়?

২) কেন প্রযোজ্য হারে সুদ, যা ধারা ১১ এবি-এর অধীনে ধার্য করা উচিত নয়?"

৩.৬. "উক্ত পক্ষ"-কে তাদের প্রতিরক্ষার সমর্থনে যে সমস্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করতে ইচ্ছুক, সেগুলি উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়, যখন মামলাটি বিচারকারী কর্তৃপক্ষের সামনে শুনানি করা হবে।

৩.৭. "উক্ত পক্ষ"-কে আরও জানাতে হবে যে তারা ব্যক্তিগতভাবে বা অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে শুনানি করতে চান কিনা, যখন মামলাটি শুনানির জন্য পোস্ট করা হবে।

(গ) প্রতিপক্ষ আবার ২০০৬ সালের ১৭১৯ নম্বর রিট আবেদন দাখিল করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন, যা ২০০৬ সালের ২৭ নভেম্বর হাইকোর্ট নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ সহ নিষ্পত্তি করে:-

"কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তিটি মূলত এই ভিত্তিতে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে, ২৮.১১.২০০৫ তারিখে এই আদালতের (পি.কে. চট্টোপাধ্যায়, বিচারপতি) নির্দেশ সত্ত্বেও, কমিশনার, কেন্দ্রীয় আবগারি, অ্যান্টি-ইভেশন ইউনিট, আবেদনকারীদের এক্তিয়ার সংক্রান্ত উত্থাপিত প্রাথমিক আপত্তি, কেন্দ্রীয় আবগারি আইন, ১৯৪৪-এর অধীনে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার জন্য নিষ্পত্তি করেননি। অভিযোগ করা হয়েছে যে, আবেদনকারীর প্রাথমিক আপত্তি নিষ্পত্তি না করেই কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।"

শ্রী তারফদার মামলার সাথে সম্পর্কিত নথি উপস্থাপন করেছেন। দেখা যাচ্ছে যে, আবেদনকারীদের প্রাথমিক আপত্তি ২০০৬ সালের ১৫ই মার্চ একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। উক্ত আদেশের একটি প্রতিলিপি অবিলম্বে আবেদনকারীদের এবং তারিখ থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে যেকোনো ক্ষেত্রে সরবরাহ করতে হবে।

আবেদনকারীরা তারিখ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে তাদের কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তির জবাব জমা দেবেন। সংশ্লিষ্ট প্রতিপক্ষদের আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ১৯৪৪ সালের কেন্দ্রীয় আবগারি আইন-এর অধীনে অগ্রসর হওয়ার এক্তিয়ারের আপত্তি তোলার জন্য এটি উন্মুক্ত থাকবে। বিচার প্রক্রিয়া আইন এবং প্রাকৃতিক বিচারের নীতির সাথে কঠোরভাবে সামঞ্জস্য রেখে পরিচালিত হবে।

রিট আবেদনটি সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হলো।"

(ঘ) ফলস্বরূপ, ২০০৬ সালের ১৫ই মার্চের অভ্যন্তরীণ আদেশের একটি প্রতিলিপি প্রতিপক্ষকে সরবরাহ করা হয়েছিল। কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তির কোনো জবাব দাখিল না করে এবং হাইকোর্টের ২০০৬ সালের ২৭শে নভেম্বরের আদেশে পর্যবেক্ষণ অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করে, প্রতিপক্ষ ১৫ই মার্চ, ২০০৬ তারিখের উপরোক্ত অভ্যন্তরীণ আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কেন্দ্রীয় আবগারি (আপীল)-১, কলকাতা কমিশনারের কাছে আপীল নং ০৭/হাল/০৭ দাখিল করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটা জমা দেওয়া হয়েছিল যে প্রতিপক্ষ দ্বারা কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়া চালানো হয়নি। আপীলকারীর পক্ষ থেকে একটি আপত্তি তোলা হয়েছিল যে, আপীলটি সম্পূর্ণ অকালপক্ক ছিল, কারণ বিষয়টি এখনও পর্যন্ত খতিয়ে দেখা হয়নি; প্রতিপক্ষ দ্বারা কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তির কোনো জবাব ছিল না এবং ঘটনা অনুসারে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা কোনো বিচার হয়নি। আপীল কর্তৃপক্ষ এই পর্যবেক্ষণ করে আপত্তিগুলি প্রত্যাখ্যান করে যে, কমিশনারের নিম্নপদস্থ কেন্দ্রীয় আবগারি কর্মকর্তার দ্বারা আইনের অধীনে গৃহীত যেকোনো আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা যেতে পারে। আরও উপসংহারে বলা হয়েছিল যে, প্রতিপক্ষ দ্বারা চালিত প্রক্রিয়াটি নিম্নোক্তভাবে উৎপাদনের পর্যায়ে পড়ে না:-

আমি, অতএব, দেখতে পাই যে কোনো নতুন পণ্য তৈরি হয়নি। সাহিত্যে নামগুলি পরস্পর পরিবর্তনযোগ্যভাবে ব্যবহৃত হয়, চরিত্র পরিবর্তিত হয় না; শুধুমাত্র একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তেল আলাদা করা হয়েছে, কিন্তু মোমের মধ্যে এখনও একটি উচ্চ তেলের পরিমাণ রয়ে গেছে। উভয় কাঁচামাল এবং সমাপ্ত পণ্য গ্রীস প্রস্তুতকারক এবং লুব্রিকেন্ট প্রস্তুতকারকদের কাছে বিক্রি করা হয়। শুল্ক থেকে পণ্যের জন্য কোনো নতুন এন্ট্রি উল্লেখ করা যায় না। জড়িত প্রক্রিয়াটি উৎপাদনের আনুষঙ্গিক হিসাবে অভিহিত করা যায় না। বিভাগ উৎপাদন প্রমাণ করার বোঝা পালনে ব্যর্থ হয়েছে।"

আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০০৭ সালের ১০.০১ তারিখের আদেশ দ্বারা আপীলটি এইভাবে অনুমোদিত হয়।

(ঙ) আপীলকারী, ক্ষুব্ধ হয়ে, ট্রাইব্যুনালের সামনে আপীল নং ই/২১১/০৭ দাখিল করেন, যা ২০১৭ সালের ৩১.০৫ তারিখের আদেশ দ্বারা খারিজ হয়ে যায়। ট্রাইব্যুনাল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ২০০৬ সালের ১৫.০৩ তারিখের আদেশটি কমিশনার (আপীল)-এর সামনে আইনের ৩৫ ধারার অধীনে প্রণীত হয়েছিল, কারণ এর নাগরিক পরিণতি ছিল। এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল:-

"১২. এখানে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি খতিয়ে দেখে, আমরা দেখতে পাই যে, প্রতিপক্ষ অন্যান্যদের মধ্যে ২৭১২৯০৯০ এবং ২৭১২৯০৯০-এর অধীনে উপকরণগুলি আমদানি করেছে এবং রাজস্ব একই শুল্ক আইটেমের অধীনে প্রক্রিয়াজাত উপকরণগুলিকেও শ্রেণীবদ্ধ করেছে। আমরা দেখতে পাই যে, প্রতিপক্ষ-নির্ধারিত দ্বারা গৃহীত সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি মূলত একটি ম্যানুয়াল প্রক্রিয়া এবং প্রক্রিয়ায় হাইড্রোলিক চাপের সামান্য ব্যবহার রয়েছে।

১৫. বর্তমান মামলায়, আমরা দেখতে পাই যে, আমদানি করা স্ল্যাক ওয়াক্স, রেসিডিউ ওয়াক্স ড্রামে আধা-কঠিন আকারে রয়েছে। স্ল্যাক ওয়াক্স বা রেসিডিউ ওয়াক্স হালকা হওয়ার কারণে পৃষ্ঠে উঠে আসে এবং ড্রামগুলি কাত করে সাইফন করা হয়। পাতলা স্ল্যাক ওয়াক্স থেকে ফুটস অয়েল এইভাবে আলাদা করা হয়। তরল দ্বারা সৃষ্ট চাপ, যা নির্গমনের উদ্দেশ্যে ছিদ্রের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়, তাকে হাইড্রোলিক চাপ হিসাবে পরিচিত। মূলত, প্রক্রিয়াজাত উপকরণগুলি আমদানিকৃত উপকরণ থেকে উদ্ভূত হয় এবং রাজস্ব প্রক্রিয়াজাত উপকরণগুলিকে একই ট্যারিফ শিরোনাম এবং সিটিএইচ এর অধীনে শ্রেণীবদ্ধ করে।

মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট এবং ট্রাইব্যুনাল বিভিন্ন মামলায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, ১৯৪৪ সালের কেন্দ্রীয় আবগারি আইনের ২(চ) ধারার অধীনে এই প্রক্রিয়াকে উৎপাদন হিসাবে গণ্য করা যায় না। সুতরাং, আমরা বিজ্ঞ কমিশনার (আপীল)-এর সিদ্ধান্তের সাথে একমত।

৩. আমরা এই আপীলের সমর্থনে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী, মিসেস নিশা বাগচী এবং প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী, মিসেস খ্রীষ্টি জৈনের বক্তব্য শুনেছি।

মিসেস বাগচী, বিজ্ঞ আইনজীবী, জমা দিয়েছেন যে, এই মামলায় বিচারের কোনো প্রক্রিয়া ঘটেনি; কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তির কোনো জবাব ছিল না; কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তিতে করা দাবিগুলি অস্বীকার বা বিতর্ক করে প্রতিপক্ষ কোনো কিছুই জমা দেননি এবং আপীল কর্তৃপক্ষ এবং ট্রাইব্যুনাল সম্পূর্ণ ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে, বর্তমান মামলার মতো ক্ষেত্রে, যেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়া চালানো হয়েছে এবং কোনো আবগারি শুল্ক পরিশোধ না করেই পণ্যগুলি ছাড়ানো হয়েছে, সেখানে কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র প্রাথমিক ইস্যুটিই কভার করবে না, বরং প্রশ্নবিদ্ধ প্রক্রিয়াটি উৎপাদন হিসাবে গণ্য হলে ফলস্বরূপ দায়ও কভার করবে; এবং উভয় ইস্যুতেই এই ধরনের জমা দেওয়ার সুযোগ মূল্যায়নকারীর কাছে সর্বদা উন্মুক্ত থাকবে; এবং সঠিক পদ্ধতি হল কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত কার্যক্রমগুলি একটি যৌক্তিক উপসংহারে নিয়ে যাওয়া।

মিসেস খ্রীষ্টি জৈন, প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী, জমা দিয়েছেন যে, ২০০৬ সালের ১৫.০৩ তারিখের অভ্যন্তরীণ আদেশে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, প্রক্রিয়াটি উৎপাদনের পর্যায়ে পড়ে এবং প্রতিপক্ষকে কোনো শুনানি করার সুযোগ না দিয়েই এই মূল্যায়ন করা হয়েছিল। উক্ত আদেশটি প্রতিপক্ষের স্বার্থের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল এবং প্রতিপক্ষ তাই ২০০৬ সালের ১৫.০৩ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করার অধিকারী ছিল। তাঁর মতে, উক্ত আদেশটি যথাযথভাবে প্রতিপক্ষকে পরিবেশন করার পর, প্রতিপক্ষ উক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করার অধিকারের মধ্যে ছিল। তাঁর জমা দেওয়ার সমর্থনে, তিনি এই আদালতের জি.কে.এন. ড্রাইভশাফটস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড বনাম আয়কর আধিকারিকগণ এবং রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম কেন্দ্রীয় আবগারির সংগ্রহকারী মামলায় ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন।

১: (২০০৩) ১ এসসিসি ৭২

২: ১৯৮৭(১১) ইসিআর ২৮৭ (ট্রি.-মুম্বাই)

৪. কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক সম্পর্কিত আইন একত্রীকরণ এবং সংশোধন করার জন্য আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছিল। আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী, চতুর্থ তফসিলের হারে ভারতে উৎপাদিত বা প্রস্তুতকৃত সমস্ত আবগারিযোগ্য পণ্যের উপর নির্ধারিত আবগারি শুল্ক আরোপ এবং আদায় করা হবে। ৪ ধারা আবগারি শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে আবগারিযোগ্য পণ্যের মূল্যায়নের সাথে সম্পর্কিত এবং ৬ ধারা এমন কোনো ব্যক্তিকে নিবন্ধিত হওয়ার জন্য বাধ্য করে, যিনি নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট পণ্যের উৎপাদন বা তৈরিতে জড়িত। আইনের ১১ক ধারা আরোপ না করা বা পরিশোধ না করা বা কম আরোপ করা বা কম পরিশোধ করা বা ভুলভাবে ফেরত দেওয়া শুল্ক পুনরুদ্ধারের সাথে সম্পর্কিত এবং এর নিম্নোক্ত প্রভাব রয়েছে:-

"ধারা ১১ক. আরোপ না করা বা পরিশোধ না করা বা কম আরোপ করা বা কম পরিশোধ করা বা ভুলভাবে ফেরত দেওয়া শুল্ক পুনরুদ্ধার।

(১) যেখানে কোনো আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয়নি বা পরিশোধ করা হয়নি বা কম আরোপ করা হয়েছে বা কম পরিশোধ করা হয়েছে বা ভুলভাবে ফেরত দেওয়া হয়েছে, প্রতারণা বা যোগসাজশ বা ইচ্ছাকৃত ভুল বিবরণ বা ঘটনা গোপন করা বা এই আইন বা এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির কোনো বিধান লঙ্ঘনের কারণ ছাড়া অন্য কোনো কারণে, শুল্ক পরিশোধ এড়ানোর উদ্দেশ্যে:-

(ক) কেন্দ্রীয় আবগারি কর্মকর্তা, প্রাসঙ্গিক তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে, যে ব্যক্তির উপর শুল্ক আরোপযোগ্য, তাকে নোটিশ দেবেন, যে শুল্ক আরোপ করা হয়নি বা পরিশোধ করা হয়নি বা কম আরোপ করা হয়েছে বা কম পরিশোধ করা হয়েছে বা যাকে ভুলভাবে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাকে কারণ দর্শাতে হবে কেন নোটিশে উল্লেখিত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা উচিত নয়;

(খ) শুল্ক পরিশোধযোগ্য ব্যক্তি, (ক) প্রকরণের অধীনে নোটিশ জারির আগে, তার নিজের শুল্ক নির্ধারণের ভিত্তিতে বা কেন্দ্রীয় আবগারি কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত শুল্কের ভিত্তিতে,

ধারা ১১কক এর অধীনে প্রযোজ্য সুদ সহ শুল্কের পরিমাণ পরিশোধ করতে পারেন।"

(২) উপ-ধারা (১) এর ধারা (খ) এর অধীনে শুল্ক পরিশোধকারী ব্যক্তি, কেন্দ্রীয় আবগারি কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে এই অর্থ প্রদানের বিষয়ে অবহিত করবেন, যিনি এই তথ্য পাওয়ার পর, এই উপ-ধারার ধারা (ক) এর অধীনে এইভাবে প্রদত্ত শুল্ক বা এই আইনের বিধান বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীনে আরোপযোগ্য কোনও জরিমানা সম্পর্কে কোনও নোটিশ জারি করবেন না।

(৩) যেখানে কেন্দ্রীয় আবগারি কর্মকর্তার এই মত যে, (১) উপ-ধারার (খ) ধারার অধীনে পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে প্রদেয় অর্থের চেয়ে কম, তবে তিনি (১) উপ-ধারার (ক) ধারার অধীনে সেই পরিমাণের জন্য নোটিশ জারি করবেন, যা প্রকৃতপক্ষে প্রদেয় অর্থের চেয়ে কম এবং (২) উপ-ধারার অধীনে এক বছরের সময়কাল তথ্যের প্রাপ্তির তারিখ থেকে গণনা করা হবে।

(৪) যেখানে কোনো আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয়নি বা পরিশোধ করা হয়নি বা কম আরোপ করা হয়েছে বা কম পরিশোধ করা হয়েছে বা ভুলভাবে ফেরত দেওয়া হয়েছে, নিম্নোক্ত কারণে:-

(ক) প্রতারণা; অথবা

(খ) যোগসাজশ; অথবা

(গ) কোনো ইচ্ছাকৃত ভুল বিবরণ; অথবা

(ঘ) তথ্য গোপন করা; অথবা

(ঙ) শুল্ক পরিশোধ এড়ানোর উদ্দেশ্যে এই আইন বা এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির কোনো বিধান লঙ্ঘন,

শুল্ক পরিশোধযোগ্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা, কেন্দ্রীয় আবগারি কর্মকর্তা, প্রাসঙ্গিক তারিখ থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে, সেই ব্যক্তির উপর নোটিশ দেবেন, যাতে তাকে কারণ দর্শাতে বলা হয় কেন তিনি নোটিশে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থ, ধারা ১১কক-এর অধীনে প্রযোজ্য সুদ এবং নোটিশে উল্লেখিত শুল্কের সমপরিমাণ জরিমানা সহ পরিশোধ করবেন না।

(৫) থেকে (৭) বাদ দেওয়া হয়েছে।

(৭ক) (১) উপ-ধারা বা (৩) উপ-ধারা বা (৪) উপ-ধারায় যা কিছুই থাকুক না কেন, কেন্দ্রীয় আবগারি কর্মকর্তা, সেই উপ-ধারাগুলির অধীনে জারি করা কোনো নোটিশের পরবর্তী সময়ে, প্রয়োজন অনুসারে, একটি বিবৃতি জারি করতে পারেন, যাতে কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্কের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত থাকে, যা আরোপ করা হয়নি বা পরিশোধ করা হয়নি বা কম আরোপ করা হয়েছে বা

যদি পরবর্তী সময়ের জন্য ভুলবশত কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্কের জন্য দায়ী ব্যক্তির উপর অর্থ ফেরত দেওয়া হয়, তাহলে, এই ধরনের বিবৃতি জারি করাকে পূর্বোক্ত উপ-ধারা (1) বা উপ-ধারা (3) বা উপ-ধারা (4) বা উপ-ধারা (5) এর অধীনে সেই ব্যক্তির উপর নোটিশ জারি বলে গণ্য করা হবে, এই শর্ত সাপেক্ষে যে পরবর্তী সময়ের জন্য নির্ভরযোগ্য ভিত্তিগুলি পূর্ববর্তী নোটিশ বা নোটিশে উল্লিখিত হিসাবে একই।

(৮) যেখানে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালের আদেশের মাধ্যমে নোটিশ জারির পরিষেবা স্থগিত করা হয়, সেখানে স্থগিতাদেশের সময়কাল (১) উপ-ধারার (ক) ধারায় উল্লিখিত এক বছর বা (৪) উপ-ধারায় উল্লিখিত পাঁচ বছর গণনা করার সময় বাদ দেওয়া হবে, যেমনটি প্রযোজ্য।

(৯) যেখানে কোনো আপীল কর্তৃপক্ষ বা ট্রাইব্যুনাল বা আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, (৪) উপ-ধারার অধীনে জারি করা নোটিশটি টেকসই নয় এই কারণে যে, প্রতারণা বা যোগসাজশ বা ইচ্ছাকৃত ভুল বিবরণ বা তথ্য গোপন করা বা এই আইন বা এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির কোনো বিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ, যা শুল্ক পরিশোধ এড়ানোর উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তবে কেন্দ্রীয় আবগারি কর্মকর্তা, যে ব্যক্তিকে নোটিশ জারি করা হয়েছে, তার প্রদেয় শুল্কের পরিমাণ এক বছরের জন্য নির্ধারণ করবেন, যেন (১) উপ-ধারার (ক) ধারার অধীনে নোটিশ জারি করা হয়েছে।

(১০) কেন্দ্রীয় আবগারি কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পর এবং তার কোনো উপস্থাপনা থাকলে তা বিবেচনা করার পর, সেই ব্যক্তির প্রদেয় শুল্কের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন, যা নোটিশে উল্লেখিত পরিমাণের বেশি হবে না।

(১১) কেন্দ্রীয় আবগারি কর্মকর্তা (১০) উপ-ধারার অধীনে আবগারি শুল্কের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন-

(ক) (১) উপ-ধারার অধীনে মামলাগুলির ক্ষেত্রে নোটিশের তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে;

(খ) (৪) উপ-ধারার অধীনে মামলাগুলির ক্ষেত্রে, যেখানে তা করা সম্ভব, নোটিশের তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে।

(১২) যেখানে আপীল কর্তৃপক্ষ বা ট্রাইব্যুনাল বা আদালত (১০) উপ-ধারার অধীনে কেন্দ্রীয় আবগারি কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত আবগারি শুল্কের পরিমাণ সংশোধন করে, সেখানে এই ধারার অধীনে জরিমানা এবং সুদ সংশোধিত আবগারি শুল্কের পরিমাণ বিবেচনা করে সেই অনুযায়ী সংশোধন করা হবে।

(১৩) যেখানে আপীল কর্তৃপক্ষ বা ট্রাইব্যুনাল বা আদালত কর্তৃক সংশোধিত পরিমাণ (১০) উপ-ধারার অধীনে কেন্দ্রীয় আবগারি কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি, সেখানে এই আইনের অধীনে সুদ বা জরিমানা প্রদেয় হওয়ার সময়কাল সেই বর্ধিত পরিমাণের ক্ষেত্রে আপীল কর্তৃপক্ষ বা ট্রাইব্যুনাল বা আদালতের আদেশের তারিখ থেকে গণনা করা হবে।

(১৪) যেখানে এই ধারার অধীনে কেন্দ্রীয় আবগারি কর্মকর্তা কর্তৃক আবগারি শুল্ক নির্ধারণকারী একটি আদেশ জারি করা হয়, সেখানে যে ব্যক্তি উক্ত আবগারি শুল্ক পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ, তিনি নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ, সুদ সহ, উক্ত অর্থের উপর পরিশোধ করবেন, তা উল্লেখ করা হোক বা না হোক।

(১৫) (১) থেকে ১৪ উপ-ধারার বিধানগুলি, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহ, সুদের পুনরুদ্ধার, যেখানে প্রদেয় সুদ পরিশোধ করা হয়নি বা আংশিকভাবে পরিশোধ করা হয়েছে বা ভুলভাবে পরিশোধ করা হয়েছে, তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(১৬) এই ধারার বিধানগুলি এমন কোনো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যেখানে পরিশোধ না করা বা কম পরিশোধ করা শুল্কের দায় স্ব-মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং মূল্যায়নকারী কর্তৃক পর্যায়ক্রমিক রিটার্নে প্রদেয় শুল্ক হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, এবং সেই ক্ষেত্রে, অপরিশোধিত বা কম পরিশোধিত অর্থ পুনরুদ্ধার এমন পদ্ধতিতে করা হবে যা নির্ধারিত হতে পারে।

ব্যাখ্যা ১.- এই ধারা এবং ধারা ১১গ-এর উদ্দেশ্যে,

(ক) "ফেরত" এর মধ্যে ভারতে উৎপাদিত আবগারিযোগ্য পণ্যের উপর আবগারি শুল্কের ছাড় অন্তর্ভুক্ত, যা ভারত থেকে রপ্তানিকৃত পণ্যের উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়;

(খ) "প্রাসঙ্গিক তারিখ" বলতে বোঝায়,

(i) আবগারিযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে, যার উপর আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয়নি বা পরিশোধ করা হয়নি বা কম আরোপ করা হয়েছে, এবং এই আইনের বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে কোনো পর্যায়ক্রমিক রিটার্ন দাখিল করার প্রয়োজন নেই, সেই রিটার্ন দাখিল করার শেষ তারিখ, যা এই আইন এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে দাখিল করা প্রয়োজন;

(ii) আবগারিযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে, যার উপর আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয়নি বা পরিশোধ করা হয়নি বা কম আরোপ করা হয়েছে এবং রিটার্ন দাখিল করা হয়েছে, সেই রিটার্ন দাখিল করার তারিখ;

(iii) অন্য কোনো ক্ষেত্রে, সেই তারিখ, যে তারিখে এই আইন বা এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে আবগারি শুল্ক পরিশোধ করা প্রয়োজন;

(iv) সেই ক্ষেত্রে যেখানে আবগারি শুল্ক অস্থায়ীভাবে এই আইন বা এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে মূল্যায়ন করা হয়, চূড়ান্ত মূল্যায়ন আদেশের পর শুল্ক সমন্বয়ের তারিখ;

(v) আবগারিযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে, যার উপর আবগারি শুল্ক ভুলভাবে ফেরত দেওয়া হয়েছে, সেই ফেরত দেওয়ার তারিখ;

(vi) সেই ক্ষেত্রে যেখানে শুধুমাত্র সুদ পুনরুদ্ধার করতে হবে, সেই শুল্ক পরিশোধের তারিখ, যার সাথে সেই সুদ সম্পর্কিত।

(গ) বাদ দেওয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা ২.- সন্দেহের নিরসনের জন্য, এতদ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, কোনো অ-লেভি, কম লেভি, অ-পরিশোধ, কম-পরিশোধ বা ভুল ফেরত, যার জন্য অর্থ বিল, ২০১৫ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার তারিখের আগে কোনো কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়নি, তা অর্থ আইন, ২০১৫ দ্বারা সংশোধিত ধারা ১১ক-এর বিধান দ্বারা পরিচালিত হবে।

৫. ধারা ১১ক এইভাবে অ-লেভি এবং অ-পরিশোধ সহ বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করে এবং কেন্দ্রীয় আবগারি কর্মকর্তা কর্তৃক "শুল্ক পরিশোধযোগ্য ব্যক্তি"-কে কারণ দর্শানোর জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ জারির কথা বিবেচনা করে, কেন তিনি নোটিশে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করবেন না। উক্ত ধারা ১১ক-এর উপ-ধারা ১০-এর শর্তাবলী অনুসারে, শুনানির সুযোগ দেওয়া এবং তার কোনো উপস্থাপনা থাকলে তা বিবেচনা করার পর, সেই ব্যক্তির প্রদেয় শুল্কের পরিমাণ কেন্দ্রীয় আবগারি কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত হতে হবে। কারণ দর্শানোর নোটিশ জারির সময়সীমা এবং অন্যান্য বিবরণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে না গিয়ে, মামলার মূল বিষয় হল, কারণ দর্শানোর নোটিশ জারির পর, শুনানির সুযোগ দেওয়া এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক কোনো উপস্থাপনা থাকলে তা বিবেচনার পর, এই ধরনের নির্ধারণ করা হয়।

৬. যদি কোনো প্রক্রিয়া বা কার্যকলাপ, যা চালানো হয়েছে, তা কোনো কারণে উৎপাদন হিসাবে গণ্য না হয়, তবে কোনো ছাড় প্রকল্পের সুবিধা সহ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে কারণ দর্শানোর নোটিশের উত্তরে তার দৃষ্টিকোণ উপস্থাপনের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত থাকবে। বিভিন্ন ধরনের মামলা থাকতে পারে, যথা, প্রশ্নবিদ্ধ পণ্য উৎপাদন হিসাবে গণ্য হয় না; এবং যদি তা হয়, তাহলে পণ্যগুলি যেকোনো প্রচলিত ছাড়ের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবে;

অথবা শুল্ক কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত হারের চেয়ে বেশি হারে ধার্য করা হবে; অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পরিমাণের চেয়ে কোনোভাবে কম; অথবা ছাড়ের সুবিধা উপলব্ধ করা যেতে পারে ইত্যাদি। কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারির পর শুনানির সময় এই ধরনের সমস্ত জমা সর্বদা পেশ করা যেতে পারে।

৭. যাইহোক, ধারা ১১ক-এর পরিকল্পনা কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারির আগে কোনো প্রাথমিক নির্ধারণের কথা বিবেচনা করে না, যথা: (ক) মামলাগুলিতে উৎপাদন হিসাবে গণ্য হওয়ার জন্য প্রক্রিয়া বা কার্যকলাপ চালানো হয়েছে কিনা; এবং (খ) এই ধরনের নির্ধারণে পৌঁছানোর আগে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোনো শুনানি করার কথা বিবেচনা করা হয়। অন্য কথায়, বিভিন্ন পর্যায়ে মামলার কোনো বিভাজন নেই এবং মামলার সমস্ত সম্ভাব্য রূপরেখা, যার মধ্যে প্রশ্নবিদ্ধ প্রক্রিয়াটি উৎপাদন হিসাবে গণ্য হয় কিনা, তা কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তির জবাব বিবেচনা করার সময় অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। ধারা ১১ক-এর উপ-ধারা ১০-এর অধীনে চূড়ান্ত নির্ধারণে পৌঁছানোর পরেই এটি ঘটে।

৮. ধারা ১১ক-এর অধীনে কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারির কিছু তাৎপর্যও রয়েছে। কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারির দিনটি সীমাবদ্ধতার ইস্যু সহ বিভিন্ন ইস্যুর জন্য গণনার তারিখ হয়ে যায়। যদি আমরা প্রতিপক্ষের এই জমা গ্রহণ করি যে বিভাগ কর্তৃক প্রাথমিক দৃষ্টিকোণ বিবেচনা করা প্রয়োজন, তা নির্ধারণ বা সিদ্ধান্ত হিসাবে, তবে এটি আইনের ধারা ১১ক-এর বিভিন্ন বিধানের কার্যকারিতায় ভারসাম্যহীনতা তৈরি করবে, যার মধ্যে সীমাবদ্ধতার সময়কাল অন্তর্ভুক্ত। কোন তারিখ থেকে সীমাবদ্ধতা গণনা করতে হবে তা নির্ধারণ করা কঠিন হবে।

৯. বর্তমান মামলায়, প্রতিপক্ষ তার উৎপাদিত পণ্যগুলির জন্য নিজেকে নিবন্ধিত করেনি এবং কোনো আবগারি শুল্ক পরিশোধ করেনি। বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত অনুসন্ধানে প্রতিপক্ষের নিবন্ধিত কার্যালয় এবং কারখানার প্রাঙ্গণ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান উদ্ধার করা হয়েছিল, যার ভিত্তিতে বিভাগ বিষয়টি বিবেচনা করছিল। সেই পর্যায়ে, ২৮.১১.২০০৫ তারিখে হাইকোর্ট কর্তৃক একটি রিট আবেদন দায়ের করা হয়েছিল, যাতে আপীলকারীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, বিভাগ কোনো মেধার ভিত্তিতে অন্য কোনো ইস্যু নির্ধারণ করার আগে বিভাগের অগ্রসর হওয়ার এক্তিয়ার আছে কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে।

উপরে উল্লিখিত হিসাবে, আইনের বিধানগুলিতে এমন কোনও প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কথা বিবেচনা করা হয়নি এবং এই সিদ্ধান্তের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে জমা দেওয়ার এবং তারপরেই বিষয়টিতে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন নেই। বর্তমান মামলায়, হাইকোর্ট কর্তৃক একটি নির্দেশ জারি করা হয়েছিল, যাতে বিভাগকে মামলাটিতে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবুও, যেহেতু হাইকোর্ট কর্তৃক একটি নির্দেশ জারি করা হয়েছিল, বিভাগ সেই নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বিষয়টি বিবেচনা করে এবং ২০০৬ সালের ১৫.০৩ তারিখের একটি অভ্যন্তরীণ আদেশের মাধ্যমে রেকর্ড করে যে, কর্তৃপক্ষের মামলাটিতে অগ্রসর হওয়ার এক্তিয়ার রয়েছে। যেহেতু আইনের বিধানগুলি কোনো প্রাথমিক দৃষ্টিকোণ নির্ধারণের কথা বিবেচনা করে না, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জানাতে হবে, তাই বিভাগ তার নিজের থেকে অভ্যন্তরীণ আদেশটি না জানিয়ে সঠিক ছিল। পরবর্তী সময়ে হাইকোর্ট কর্তৃক বিষয়টি সঠিকভাবে সম্বোধন করা হয়েছিল, যখন, অভ্যন্তরীণ আদেশের একটি প্রতিলিপি থাকা সত্ত্বেও, প্রতিপক্ষ কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তির জবাব জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব করে, যার জবাবে প্রতিপক্ষ আইনের বিধানের অধীনে প্রতিপক্ষের এক্তিয়ারের আপত্তি তুলতে পারে।

১০. ২০০৬ সালের ১৫.০৩ তারিখের অভ্যন্তরীণ আদেশের যোগাযোগ শুধুমাত্র হাইকোর্ট কর্তৃক জারি করা আদেশের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে করা হয়েছিল। বারবার বলার পর, এটি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, আইন কোনো প্রাথমিক দৃষ্টিকোণ নির্ধারণের কথা বিবেচনা করে না, যা শুধুমাত্র তখনই জানাতে হবে, যখন বিভাগ তার নিজের থেকে কার্যক্রম শুরু করবে। সুতরাং, শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ আদেশটি প্রতিপক্ষকে জানানো হয়েছিল, যা প্রতিপক্ষকে উক্ত অভ্যন্তরীণ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করার সুযোগ দেবে না। উক্ত অভ্যন্তরীণ আদেশের যোগাযোগ শুধুমাত্র হাইকোর্ট কর্তৃক জারি করা নির্দেশের বাধ্যবাধকতা পালনের জন্য করা হয়েছিল। এটি এমন কোনো সিদ্ধান্ত বা নির্ধারণ ছিল না, যা ধারা ১১ক-এর উপ-ধারা ১০-এর শর্তাবলী অনুসারে পৌঁছানো হয়েছিল। প্রতিপক্ষ তাই ২০০৬ সালের ১৫.০৩ তারিখের উক্ত অভ্যন্তরীণ আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপীল দায়ের করতে পারত না। আপীল কর্তৃপক্ষ এবং ট্রাইব্যুনাল, আমাদের মতে, এই মৌলিক পার্থক্যটি বুঝতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

১১. এটি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, ধারা ১১ক-এর অধীনে কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করার সময়, বিভাগ কর্তৃক গৃহীত বিষয়টি শুধুমাত্র একটি প্রাথমিক দৃষ্টিকোণ, যার ভিত্তিতে কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি যাকে উদ্দেশ্য করে জারি করা হয়েছে, তার জবাব বা উপস্থাপনার পরেই নির্ধারণ আসে। তার প্রতিক্রিয়ার অংশ হিসাবে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সমস্ত সম্ভাব্য ইস্যুতে তার মতামত উপস্থাপন করতে পারেন এবং শুধুমাত্র তারপরে তার নির্ধারণ বা

সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পূর্বেও বর্তমান ক্ষেত্রে এমনকি প্রতিপক্ষের প্রতিক্রিয়া পাওয়ার আগেই, বিষয়টি আপিল আদালতে অভ্যন্তরীণ আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছিল এবং নির্ধারণ করা হয়েছিল। আপিলকারী তাই জমা দিতে ন্যায়সঙ্গত ছিল যে আপিলটি নিজেই অপরিণত ছিল।

১২. এই আদালত দ্বারা এটি স্থির করা হয়েছে যে আবগারি আইন নিজেই একটি সম্পূর্ণ কোড এবং সাধারণত সংবিধানের ২২৬ ধারার অধীনে একটি রিট পিটিশন গ্রহণ করা একটি রিট আদালতের জন্য উপযুক্ত হবে না এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রথমে কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করতে হবে যিনি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছেন এবং বিদ্যমান আইনের বিধান অনুসারে প্রতিকার চাইতে হবে যদি এই ধরনের ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিকূল আদেশ জারি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, 'ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্য বনাম গুয়াহাটি কার্বন লিমিটেড'-এ উপসংহারে বলা হয়েছে, "আবগারি আইন ২২৬ ধারার অধীনে একটি রিট পিটিশন গ্রহণ করার জন্য রিট আদালতের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে এবং প্রতিকার চাইতে একটি সম্পূর্ণ কোড।" অন্যদিকে, 'মাল্লাদি ড্রাগস অ্যান্ড ফার্মা লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া'-তে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে:

"...হাইকোর্ট, তাদের দ্বারা আরোপিত রায়ে ধরে নিয়েছে যে আপিলকারী যারা কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে এবং কোনও প্রতিকূল আদেশ জারি করা হলে আপিলকারীকে হাইকোর্টে যাওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে...

...আমাদের মতে, হাইকোর্ট শুধুমাত্র কারণ দর্শানোর নোটিশের ভিত্তিতে একটি রিট পিটিশন খারিজ করে দিয়ে একেবারে সঠিক ছিল।"

সুতরাং, এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে শুধুমাত্র কারণ দর্শানোর নোটিশ জারির ভিত্তিতে রিট পিটিশন সাধারণত গ্রহণ করা উচিত নয়। বর্তমান মামলায়, কারণ দর্শানোর নোটিশও জারি করা হয়নি যখন হাইকোর্ট প্রাথমিকভাবে পিটিশন গ্রহণ করে এবং বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য বিভাগকে নির্দেশ দেয় যদি প্রাথমিকভাবে মামলাটি বিবেচনা করার উপাদান থাকে।

১৩. আমরা এখন আপিলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী মিসেস জৈন দ্বারা উত্থাপিত সিদ্ধান্তের সাথে আলোচনা করব। 'জিকেএন ড্রাইভশ্যাফ্টস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড'-এর এই আদালতের সিদ্ধান্ত আয়কর আইনের প্রেক্ষাপটে ছিল। উক্ত ধারা ১৪৮ নিজেই বিবেচনা করে যে, উক্ত ধারা ১৪৮ এর অধীনে কোনও নোটিশ জারি করার আগে, মূল্যায়ন কর্মকর্তাকে এই ধরনের নোটিশ জারি করার কারণগুলি লিপিবদ্ধ করতে হবে। এই ধরনের প্রয়োজনীয়তার পটভূমিতে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেন:-

৫. চ্যালেঞ্জের অধীনে আদেশের সাথে হস্তক্ষেপ করার জন্য আমরা কোনও ন্যায়সঙ্গত কারণ দেখি না। যাইহোক, আমরা স্পষ্ট করি যে যখন আয়কর আইনের ১৪৮ ধারার অধীনে একটি নোটিশ জারি করা হয়, তখন নোটিশপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য যথাযথ পদক্ষেপ হল রিটার্ন দাখিল করা এবং যদি সে চায়, তবে নোটিশ জারির কারণ জানতে চাওয়া। মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা কারণগুলি পাওয়ার যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে জানাতে বাধ্য। কারণগুলি পাওয়ার পর, নোটিশপ্রাপ্ত ব্যক্তি নোটিশ জারি করার বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর অধিকারী এবং মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা একটি যুক্তিযুক্ত আদেশ জারি করে একই নিষ্পত্তি করতে বাধ্য। বর্তমান ক্ষেত্রে, যেহেতু কারণগুলি প্রকাশ করা হয়েছে, তাই মূল্যায়নকারী কর্মকর্তাকে আপত্তিগুলি দাখিল করা হলে, উপরোক্ত পাঁচটি মূল্যায়ন বছরের ক্ষেত্রে মূল্যায়নের সাথে এগিয়ে যাওয়ার আগে একটি যুক্তিযুক্ত আদেশ জারি করে নিষ্পত্তি করতে হবে।

'রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'-এর ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তটিও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে ছিল। কালেক্টরের ০৩.০৩.১৯৮৬ তারিখের আদেশ, যা আপিলের বিষয় ছিল, সেটি ছিল বিচার প্রক্রিয়ার সময় ব্যক্তিগত শুনানির রেকর্ডের একটি অংশ, যা নির্ধারণীর কাছে জানানো হয়েছিল। তাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া হয়েছিল যে এই ধরনের আদেশের বিরুদ্ধে একটি আপিল বজায় রাখা যাবে। পার্থক্যের মূল বিষয় হল বিচার প্রক্রিয়ার সময় বিভাগ দ্বারা এটি জানানো হয়েছিল, যেখানে বর্তমান বিষয়ে বিভাগ দ্বারা নিজের থেকে কোনও যোগাযোগ ছিল না এবং ১৯.০৩.২০১৬ তারিখের আদেশ কোনও বিচার প্রক্রিয়ার অংশ ছিল না। ১১ক ধারার অধীনে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারির পরেই প্রক্রিয়া শুরু হত।

১৪. আমাদের অবশ্যই এই পর্যায়ে এমন একটি দিকের উল্লেখ করতে হবে যা বিষয়টি রায়ের জন্য সংরক্ষিত হওয়ার পরে উত্থাপিত হয়েছিল। নির্দেশনার জন্য একটি আবেদন দাখিল করে, অর্থ মন্ত্রক, রাজস্ব বিভাগ, কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর ও শুল্ক বোর্ড (বিচার বিভাগীয় সেল) দ্বারা জারি করা ২২.০৮.২০১৯ তারিখের সার্কুলারের প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল, যার প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ:-

"১৯৪৪ সালের কেন্দ্রীয় আবগারি আইনের ধারা ৩৫দ দ্বারা প্রদত্ত এবং অর্থ আইনের ধারা ৮৩ অনুসারে পরিষেবা করের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ক্ষমতা প্রয়োগ করে, কেন্দ্রীয় পরোক্ষ কর ও শুল্ক বোর্ড নিম্নলিখিত

আর্থিক সীমা নির্ধারণ করে যার নীচে সিইএসটিএটি, উচ্চ আদালত এবং সুপ্রিম কোর্টে আপিল দায়ের করা যাবে না।

ক্রমিক নং	আপিল ফোরাম	আর্থিক সীমা
১	সিইএসটিএটি (সিইএসটিএটি)	৫০,০০,০০০/- টাকা
২	হাইকোর্টসমূহ	১,০০,০০,০০০/- টাকা
৩	সুপ্রিম কোর্ট	২,০০,০০,০০০/- টাকা

২. এই নির্দেশ শুধুমাত্র উত্তরাধিকারী বিষয় অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আবগারি ও পরিষেবা কর সম্পর্কিত বিষয়গুলির জন্য প্রযোজ্য এবং বিচারাধীন মামলাগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৩. উপরোক্ত ফোরামগুলিতে বিচারাধীন মামলাগুলির ক্ষেত্রে প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট এবং সিইএসটিএটি থেকে প্রত্যাহারের জন্য বর্তমানে অনুসৃত প্রথা অনুসরণ করবে। সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী নির্দেশাবলীর অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য থাকবে।

৪. এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৭.০৮.২০১১ তারিখের নির্দেশাবলীর ১.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত বিষয়গুলি নির্ধারিত আর্থিক সীমা নির্বিশেষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হবে।

১৫. বর্তমান ক্ষেত্রে, কোনও মূল্যায়ন এবং কোনও শুল্ক উপাদানের গণনা ছিল না। বিষয়টি কারণ দর্শানোর নোটিশের বাইরে যায়নি। বিষয়ের প্রশ্নগুলি মামলার কোনও বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত ছিল কিনা এবং প্রতিপক্ষের অনুরোধে আপিল বজায় রাখা যায় কিনা তার সঠিকতার সাথে সম্পর্কিত ছিল। আমাদের মতে, বিষয়টি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি উল্লিখিত সার্কুলারের সীমার মধ্যে কঠোরভাবে আসে না।

১৬. অতএব আমরা এই আপিল মঞ্জুর করছি, ১০০১.২০০৭ তারিখের আপিল আদেশ এবং আপিলের অধীনে আদেশ বাতিল করছি এবং নির্দেশ দিচ্ছি যে ২০০৬.০৩.২১ তারিখের কারণ দর্শানোর নোটিশ অনুসারে প্র িয়াগুলি যৌক্তিক সিদ্ধান্তে নেওয়া হবে। প্রতিপক্ষকে এই রায়ের তারিখ থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে তাদের প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে এবং তাদের মামলার সমর্থনে নির্ভর করতে পারে এমন উপাদান রাখারও অধিকারী হবে। বিষয়টি আইন অনুসারে এগিয়ে চলবে।

১৭. উপরে উল্লিখিত আইটেমগুলিতে আপিল মঞ্জুর করা হয়েছে। কোনও খরচ নেই।

দিব্যা পান্ডে আপিল মঞ্জুর।"

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen